সৃজনশীল বাংলাদেশ

জেলা শিল্পকলা একাডেমি
গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

সৃজনশীল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

জেলা শিল্পকলা একাডেমি গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৩১নং আইন) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। উক্ত আইনের ৪(২) ধারা বলে একাডেমি দেশের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা সদরে শিল্পকলা পরিষদ গঠন করিয়া এবং উক্ত আইনের ২২(১) ধারা মতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদের ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ তারিখের সভায় শিল্পকলা পরিষদ গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৩১নং আইন) রহিত করিয়া কতিপয় সংশোধনীসহ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২২নং আইন) প্রণীত হয়। উক্ত আইনবলে 'শিল্পকলা পরিষদ গঠনতন্ত্র' রহিত করিয়া কতিপয় সংশোধনীসহ একাডেমি পরিষদের ১০৬তম ও ১০৮তম সভায় 'জেলা শিল্পকলা একাডেমি গঠনতন্ত্র' অনুমোদিত হয়। পরিষদের ১০৬তম ও ১০৮তম সভায় অনুমোদিত গঠনতন্ত্র রহিত করিয়া ০৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের ১১৯তম সভায় সর্বশেষ সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ০৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিষদের ১২০তম সভায় গৃহীত হওয়া 'গঠনতন্ত্র' দ্বারা জেলা শিল্পকলা একাডেমি পরিচালিত হইবে।

ধারা ১. আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলি

জেলা শিল্পকলা একাডেমিসমূহ নিম্নবর্ণিত আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকিবে :

ক) জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতি ও বিকাশসাধনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যথা : চারুকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকসহ সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দান।

খ) সুকুমার শিল্প চর্চারত স্থানীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান।

গ) জেলা পর্যায়ে জনসাধারণের মধ্যে যথাযথ সাংস্কৃতিক মনস্কতা তৈরির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যবোধ চর্চা, এর বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রসারণ এবং

শিল্পচর্চার সাথে সাধারণ গণমানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করা ও তা সমুন্নত রাখা।

ঘ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যথা : সভা, সেমিনার, কর্মশালা, চারুকলা প্রদর্শনী, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক, নৃত্যানুষ্ঠানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনা, গ্রন্থাগার পরিচালনা ইত্যাদির আয়োজন ও ব্যবস্থা গ্রহণে শিল্পী, সংগঠক এবং শিল্পানুরাগীদেরকে প্রয়োজনীয় সুযোগ ও সহায়তা প্রদান।

ঙ) বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী সুকুমার শিল্প, বিশেষতঃ লোকশিল্প, লোকগাথা, পালা-পাঁচালী এবং লোক সংস্কৃতির বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

চ) চারুকলা, কারুকলা, নৃত্য, সঙ্গীত, নাটক ও তালযন্ত্রসহ শিল্পের বিভিন্ন শাখায় প্রশিক্ষণ, অনুষ্ঠান পরিবেশন, প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিভাবানদেরকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান।

ধারা ২. একাডেমির সদস্যপদ

ক) সংস্কৃতির যে কোন ক্ষেত্রে অবদান রহিয়াছে লিঙ্গভেদে এমন "সংস্কৃতিমান" ব্যক্তি যাহার বয়স ন্যূনতম ২৫ বছর, তিনি জেলা শিল্পকলা একাডেমির সদস্য হইতে পারিবেন।

খ) "সংস্কৃতিমান" বলিতে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন : কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য, চারুকলা, নাটক, চলচ্চিত্র, আবৃত্তি, যাত্রাশিল্পের সাথে যুক্ত এবং সাহিত্য বা সংস্কৃতির কোন এক বা একাধিক বিষয়ে মৌলিক রচনা, অনুবাদ, গবেষণা কিংবা শিল্পসমালোচনার ক্ষেত্রে অবদান রহিয়াছে, এমন ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইবে।

গ) যে কোনো সংস্কৃতিমান ব্যক্তি এককালীন ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা চাঁদা প্রদান করিয়া জীবন সদস্যপদ লাভসহ ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন ।

ঘ) এছাড়া সাধারণভাবে সদস্যভুক্তির ফি ১,০০০/- (এক হাজার) এবং বার্ষিক চাঁদা ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা।

ঙ) জুলাই হইতে জুনের জন্য প্রদেয় বার্ষিক চাঁদা অবশ্যই ৩০ জুনের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

চ) জাতীয়ভাবে রাষ্ট্রীয় পদক, শিল্পকলা পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার বা ফেলোশিপ, রোকেয়া পদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে

কোনরূপ চাঁদা প্রদান ব্যতীত সাম্মানিক সদস্যপদ লাভ করিবেন। জেলা কালচারাল অফিসার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মতি সাপেক্ষে সাম্মানিক সদস্য পদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ধারা ৩. সদস্যভুক্তির নিয়ম

ক) সদস্যপদ লাভের জন্য প্রার্থীকে, সাহিত্য-সংস্কৃতির যে ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান রহিয়াছে, উহার সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ 'নির্ধারিত ফরম' (পরিশিষ্ট-১) এ কার্যনির্বাহী/এডহক কমিটির সভাপতি/ আহ্বায়কের নিকট আবেদন করিতে হইবে। উক্ত আবেদন পত্রে কার্যনির্বাহী/এডহক কমিটির ২জন সদস্যের সুপারিশ থাকিতে হইবে। প্রতিটি আবেদনপত্র কার্যনির্বাহী/ এডহক কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাইপূর্বক বিবেচনা করিতে হইবে।

খ) আবেদনপত্র কার্যনির্বাহী/এডহক কমিটি কর্তৃক সদস্যভুক্তির অনুকূলে গৃহীত হইলে, নির্ধারিত ফি ও বাৎসরিক চাঁদা প্রদানের পর প্রার্থীর নাম সদস্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ধারা ৪. সদস্যপদ বিলুপ্তি

ক) পদত্যাগ, মৃত্যু, মস্তিষ্কবিকৃতি এবং উপর্যুপরি দুই বৎসরকাল বাৎসরিক চাঁদা অনাদায়ে, সংশ্লিষ্ট সদস্যের একাডেমির সদস্যপদ বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

খ) কোন সদস্য, এ গঠনতন্ত্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলির পরিপন্থি কোন কার্যকলাপ করিলে বা এতদবিষয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মামলা হইলে কিংবা রাষ্ট্রবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কোনো কার্যকলাপে যুক্ত থাকিলে কারণ দর্শানোসহ সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত এবং এর ধারাবাহিক পদক্ষেপ হিসেবে, জেলা শিল্পকলা একাডেমি কার্যনির্বাহী কমিটি/ এডহক কমিটির সুপারিশক্রমে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক সদস্যপদ বাতিল করিতে পারিবেন।

ধারা ৫. পরিচালনা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অনুমোদন সাপেক্ষে অত্র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জেলা শিল্পকলা একাডেমিসমূহ যথাযথ পরিচালনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট জেলা শিল্পকলা একাডেমির নির্বাচিত কার্যনির্বাহী/এডহক কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই কমিটি কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচি ও কার্যাবলি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিকে অবহিত রাখিতে হইবে। কমিটি জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যানারে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সিদ্ধান্তসমূহ সুচারুভাবে বাস্তবায়নসহ স্থানীয়

চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন উদ্ভাবনী-সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, কেন্দ্রীয় অফিসের অনুমোদনে বা অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় অর্থায়নে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রিয় অনুদান ও প্রশিক্ষণ তহবিল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম জেলা কালচারাল অফিসার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রবিধানমালা অনুযায়ী পরিচালনা করিবেন।

ধারা ৬. কার্যনির্বাহী কমিটি

ক) কার্যনির্বাহী কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা হইবে ১৫ জন।

সভাপতি - (পদাধিকার বলে)

সহ-সভাপতি - ২ জন (নির্বাচিত)

সাধারণ সম্পাদক - (নির্বাচিত)

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক - ২ জন (নির্বাচিত)

কোষাধ্যক্ষ - (পদাধিকার বলে)

সদস্য - ৮ জন, যাহার মধ্যে ৪(চার) জন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদ কর্তৃক মনোনীত, ১ (এক) জন সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ও বাকি ৩ (তিন) জন নির্বাচিত হইবেন।

উল্লেখ্য, জেলা শিল্পকলা একাডেমি "প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের" কোন প্রশিক্ষক বা তালযন্ত্র সহকারী কার্যনির্বাহী/এডহক কমিটির কোন পদে থাকিতে বা যুক্ত হইতে পারিবেন না।

খ) ১। পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, জেলা শিল্পকলা একাডেমি কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি থাকিবেন ।

২। জেলা কালচারাল অফিসার পদাধিকারবলে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩। জেলা শিল্পকলা একাডেমির কার্যনির্বাহী কমিটিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ৪(চার) জন সদস্য মনোনীত করিবেন, যাহাদের মধ্যে ন্যূনতম ০১(এক) জন নারী এবং ০১(এক)জন সাম্মানিক সদস্য থাকিবেন।

৪। সভাপতি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জেলার একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করিবেন।

৫। কার্যনির্বাহী কমিটিতে পদাধিকারবলে ও মনোনীত সদস্য ব্যতীত অন্যান্য সদস্যগণ সাধারণ সদস্য ও জীবন সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হইবে।

গ) কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি, কালচারাল অফিসার এবং মনোনীত সদস্য ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যের নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন উপ-কমিটির নিকট ন্যস্ত থাকিবে।

ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতি ৩ (তিন) বছরের জন্য গঠিত হইবে। কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষ হইবার ৩ (তিন) মাস পূর্বে একটি নির্বাচনী উপ-কমিটি গঠনপূর্বক নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করিয়া উপরোক্ত সময়সীমার মধ্যে অবশ্যই নির্বাচনের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। অতঃপর নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট পূর্ববর্তী কমিটি দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবে।

ঙ) দায়িত্ব গ্রহণের ৩ (তিন) বৎসর পর বিদ্যমান কার্যনির্বাহী কমিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে।

চ) কোন কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা সম্ভব না হইলে সভাপতি এডহক কমিটি গঠন করিবেন। এডহক কমিটি ৭(সাত) সদস্যের হইবে এবং তাহার গঠন হইবে নিম্নরূপঃ-

আহ্বায়ক- জেলা প্রশাসক (পদাধিকার বলে)

সদস্য সচিব- জেলা কালচারাল অফিসার (পদাধিকার বলে)

সদস্য- ০৫ জন, যাহার মধ্যে ০৪ জন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ও ০১ জন সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

ছ) গঠিত এডহক কমিটি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মহাপরিচালক বরাবর অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই এডহক কমিটির মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ০৬ মাসের জন্য বলবৎ থাকিবে এবং উক্ত ০৬ মাসের মধ্যে অবশ্যই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। কোন কারণে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে এ বিষয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

জ) যে সকল জেলায় কার্যনির্বাহী কমিটি নাই, সে সকল জেলায় এডহক কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে এবং যে সকল জেলায় কার্যনির্বাহী কমিটি আছে তাহার মেয়াদান্তে 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদ' ৪ জন সদস্য মনোনয়ন প্রদান করিবে ।

ঝ) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদ নির্বাচিত জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষেত্রে ৩ বছরের জন্য এবং এডহক কমিটির ক্ষেত্রে ০৬ মাসের জন্য ৪ জন সদস্য মনোনীত করিবে।

অনুরূপ জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি/ এডহক কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষেত্রে ৩ (তিন) বছরের জন্য এবং এডহক কমিটির ক্ষেত্রে ০৬ মাসের জন্য সদস্য মনোনীত করিবেন।

মনোনীত সদস্যদের মেয়াদ শেষে অথবা কোন কারণে মনোনীত সদস্যের পদ শূন্য হইলে একই প্রক্রিয়ায় নতুন মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে।

ঞ) কার্যনির্বাহী/ এডহক কমিটি সাধারণভাবে প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হইবে।

ট) সাধারণ সম্পাদক/সদস্য-সচিব সভাপতির/ আহ্বায়কের সম্মতিক্রমে ৭ দিনের নোটিশে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করিবেন। তবে কোন জরুরি সভা ২৪ ঘণ্টার নোটিশেই আহ্বান করা যাইবে।

ঠ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সহসভাপতিদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

এডহক কমিটির ক্ষেত্রে আহ্বায়কের অনুপস্থিতিতে একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

ড) সভার কোরামের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

ঢ) কার্যনির্বাহী কমিটির/এডহক কমিটির কোন সদস্য যদি কোন উপযুক্ত কারণ ব্যতীত উপর্যুপরি কমিটির ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন, তবে কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁহার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

ণ) মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অন্য কোন কারণে নির্বাচিত সদস্যদের কোন পদ শূন্য হইলে সেই শূন্য পদ পূরণ করা যাইবে। সেক্ষেত্রে নির্বাচন উপকমিটির মাধ্যমে সাধারণ ও জীবন সদস্য কর্তৃক সরাসরি ভোটে কার্যনির্বাহী কমিটির শূন্য পদ পূরণ করিতে হইবে। এডহক কমিটির ক্ষেত্রে কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে মনোনয়নকারী কর্তৃক উক্ত শূন্য পদে পুনরায় মনোনয়ন প্রদান করিতে হইবে।

ত) কার্যনির্বাহী/এডহক কমিটি জেলা শিল্পকলা একাডেমির বাজেটসহ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নির্দেশিত বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক অনুষ্ঠানমালা, মন্ত্রণালয় নির্দেশিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও স্থানীয়ভাবে গৃহিত সৃজনশীল উদ্যোগ উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইবে। জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ তহবিল হইতে যে সব অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা হইবে তাহা কার্যনির্বাহী/এডহক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। জরুরি প্রয়োজনে সভাপতি/আহবায়ক আর্থিক অনুমোদন দিতে পারিবেন।

থ) জেলা শিল্পকলা একাডেমির তহবিল ও সম্পদ কার্যনির্বাহী/এডহক কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে। জেলা কালচারাল অফিসার সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষেত্রে তিনি কোষাধ্যক্ষ ও এডহক কমিটির ক্ষেত্রে সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

ধারা ৭. কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

ক) সভাপতি : সভাপতি জেলা শিল্পকলা একাডেমির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করিবেন। সভাপতি যে কোন জরুরি সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিবার জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং যদি সাধারণ সম্পাদক ঠিক সময়ের মধ্যে উক্ত সভা আহ্বান করিতে ব্যর্থ হন তবে সভাপতি নিজেই উল্লেখিত সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে সভাপতি যদি কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অনুমোদনক্রমে জেলা শিল্পকলা একাডেমির কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিল ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং নতুন এডহক কমিটি গঠনসহ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

খ) **সহ-সভাপতি :** সহ-সভাপতিদ্বয় সকল বিষয়ে সভাপতিকে সহায়তা করিবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাহারা জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদক : সভাপতির সম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বানের নোটিশ করিবেন। সভার আলোচ্যসূচি সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করিবেন। সংশ্লিষ্ট সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিবেন। কার্যবিবরণী কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর সকল কার্যবিবরণীর উল্লেখযোগ্য অংশ, কর্মপত্র আকারে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবার ১০ (দশ) দিন পূর্বে সাধারণ সদস্যদের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং যথা সময়ে তা সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিবেন। ইহা ছাড়া নতুন নতুন উদ্ভাবনী সৃজনশীল কর্মকাণ্ড জেলা শিল্পকলা একাডেমি কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় পেশ করিবেন।

ঘ) **যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক :** সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহায়তা করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন। ইহা ছাড়া নতুন নতুন উদ্ভাবনী সৃজনশীল কর্মকাণ্ড জেলা শিল্পকলা একাডেমি কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় পেশ করিবেন।

ঙ) কোষাধ্যক্ষ : কোষাধ্যক্ষ হিসেবে জেলা কালচারাল অফিসার জেলা শিল্পকলা একাডেমির তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন

করিবেন এবং সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নিকট দায়ী থাকিবেন। সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে যাবতীয় যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করিবেন। জেলা কালচারাল অফিসার হিসেবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নির্দেশিত কাজসহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী সকল কাজের দায়িত্ব পালন করিবেন এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রবিধানমালা অনুযায়ী তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। তিনি সকল তহবিলের ক্যাশ বই ও লেজার বই সংরক্ষণ করিবেন। প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে তিনি কেন্দ্রীয় অফিসের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন।

ধারা ৮ : জেলা শিল্পকলা একাডেমির তহবিল :-

ক) জেলা শিল্পকলা একাডেমির তহবিল নিম্নোক্তভাবে সংগৃহীত হইবে:-

১। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক দেয় অনুদান।

২। সদস্যদের সদস্য অন্তর্ভুক্তি ফি ও বার্ষিক চাঁদা ।

৩। জনসাধারণ, ব্যক্তিবিশেষ অথবা কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এককালীন অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী দান।

৪। অনুষ্ঠানাদি (সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, প্রদর্শনী ইত্যাদি) সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ।

৫। এককালীন বিশেষ সরকারি অনুদান।

৬। জেলা পরিষদের অনুদান।

৭। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফি ও বেতন।

৮। প্রাঙ্গণ, কক্ষ ও মিলনায়তন ভাড়া।

৯। অন্যান্য উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা আয়।

খ) ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে দুইটি ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে:-

- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি হইতে প্রেরিত অর্থ ও প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফি ও বেতনের জন্য একটি ব্যাংক হিসাব যাহার শিরোনাম হইবে 'কেন্দ্রীয় অনুদান ও প্রশিক্ষণ তহবিল (এই শিরোনামের পরে সংশ্লিষ্ট জেলা শিল্পকলা একাডেমির নাম যুক্ত হইবে)'
- অন্যান্য অর্থের জন্য পৃথক আর একটি ব্যাংক হিসাব থাকিবে। যাহার শিরোনাম হইবে 'জেলা শিল্পকলা একাডেমি সাধারণ তহবিল' (এই শিরোনামের পরে সংশ্লিষ্ট জেলার নাম যুক্ত হইবে)।

- জেলা শিল্পকলা একাডেমির 'কেন্দ্রীয় অনুদান ও প্রশিক্ষণ তহবিল' হিসাবটি কোষাধ্যক্ষ/সদস্য-সচিবের একক স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে এবং
- 'জেলা শিল্পকলা একাডেমি সাধারণ তহবিল' হিসাবটি সভাপতি/আহ্বায়ক ও সাধারণ সম্পাদক এর যে কোন একজন এবং কোষাধ্যক্ষ/সদস্য-সচিব-এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

গ) **তহবিল ব্যবস্থাপনা :** জেলা শিল্পকলা একাডেমির উভয় হিসাবের সমুদয় অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে জমা থাকিবে।

ঘ) জেলা শিল্পকলা একাডেমি কেন্দ্রীয় অনুদান ও প্রশিক্ষণ তহবিলের অর্থ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নির্ধারিত খাত এবং প্রশিক্ষণ খাত ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যয় করা যাইবে না। উল্লেখ্য যে, বিশেষ প্রয়োজনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালকের অনুমতি সাপেক্ষে অন্য খাতে ব্যয় করা যাইবে।

ঙ) অফিস ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য কোষাধ্যক্ষ/ সদস্য-সচিব বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির 'জেলা শিল্পকলা একাডেমি অনুদান ও প্রশিক্ষণ হিসাব' হইতে ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা অগ্রিম গ্রহণ করিয়া ব্যয় করিতে পারিবেন এবং গৃহীত অগ্রিম সমন্বয় করিয়া পুনরায় উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ অগ্রিম উত্তোলনপূর্বক ব্যয় করিতে পারিবেন।

কোষাধ্যক্ষ/সদস্য-সচিব প্রতি ৩ মাস অন্তর এই হিসাবের যাবতীয় আর্থিক প্রতিবেদন অনুষ্ঠান-বিবরণীসহ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ বরাবর অবগতির জন্য প্রেরণ করিবেন।

ধারা ৯ .

ক) নির্বাচনী উপ-কমিটি

কার্যনির্বাহী কমিটির তিন বৎসরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ৩ মাস পূর্বে সভাপতি একটি নির্বাচন উপকমিটি গঠন করিবেন। সভাপতি পদাধিকার বলে নির্বাচন উপকমিটির সভাপতি এবং জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হইবেন। উক্ত কমিটিতে অপর ৩ জন সদস্য সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হইবে এবং মনোনীত ৩ জন সদস্যের মধ্যে জেলা কালচারাল অফিসার একজন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন। নির্বাচন উপ-কমিটি ছয় সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন কাজ সমাপ্ত করিবে। উল্লেখ্য যে, নির্বাচন উপ-কমিটির মনোনীত সদস্যগণ, একাডেমির প্রশিক্ষক ও তালযন্ত্র সহকারী এবং উপ-কমিটির কোন সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

খ) নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা

১। বয়স ন্যূনতম ৩০ বৎসর হইতে হইবে।

২। হালনাগাদ সদস্য ফি পরিশোধিত হইতে হইবে।

৩। একাডেমির সাধারণ সদস্যভুক্তির মেয়াদ ন্যূনতম ৬ মাস পূর্ণ হইতে হইবে।

ধারা ১০. সভা

ক) বার্ষিক সভা : প্রতি বৎসর জুন মাস শেষ হইবার পূর্বে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং উক্ত সভায় বার্ষিক কার্যবিবরণী ও বাজেট পেশ করা হইবে।

খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সভা : কার্যনির্বাহী কমিটির সভা প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হইবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরি সভা আহ্বান করা যাইবে।

গ) বিশেষ সাধারণ সভা :

কোন বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে।

ধারা ১১. অডিট

জেলা শিল্পকলা একাডেমির সকল তহবিল নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল একাডেমি হইতে প্রাপ্ত অনুদান এবং স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন উৎস হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করিয়া মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

ধারা ১২. পার্বত্য জেলাসমূহ

বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাসমূহে জেলা শিল্পকলা একাডেমি আঞ্চলিক আইনের সঙ্গে সংগতি রাখিয়া এই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইবে।

ধারা ১৩. সংশোধনী

প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদ এই গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন ও সংশোধন করিতে পারিবে।

সৃজনশীল বাংলাদেশ

পরিশিষ্ট-১

জেলা শিল্পকলা একাডেমি

....

সদস্যভুক্তির আবেদন ফরম
(গঠনতন্ত্র ৩ (ক) দ্রষ্টব্য)

সভাপতি/আহ্বায়ক
জেলা শিল্পকলা একাডেমি
....।

১। সদস্যের শ্রেণি : (ক) সাধারণ সদস্য ☐ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে √ চিহ্ন দিন)
(খ) জীবন সদস্য ☐

(জীবন সদস্য ভুক্তির ক্ষেত্রে এককালীন ১৫,০০০/- (পনেরো হাজার টাকা) টাকা এবং সাধারণ সদস্য ভুক্তির ক্ষেত্রে এককালীন ১,০০০/- (এক হাজার টাকা) (অফেরতযোগ্য) জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি/আহ্বায়ক বরাবর জমা দিতে হবে।

২। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম : ....

৩। পিতা/স্বামী : ....

৪। মাতা : ....

৫। বয়স : ....

৬। পেশা : ....

৭। শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) : ....

৮। গ্রাম/মহল্লা : .... ডাকঘর : ....
উপজেলা : .... জেলা : ....

৯। মোবাইল (যদি থাকে) : ....
ই-মেইল (যদি থাকে) : ....

১০। জেলা শিল্পকলা একাডেমি গঠনতন্ত্রের ধারা-২ অনুযায়ী সদস্যভুক্তির যোগ্যতার বিশেষ বিবরণ : (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যোগ্যতার সনদপত্র সংযোজন করিতে হইবে।)

আমি জেলা শিল্পকলা একাডেমি গঠনতন্ত্রের ২নং ধারা মতে সদস্যভুক্তির আবেদন করছি এবং একাডেমির নিয়ম নীতি ও বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার করছি।

সৃজনশীল বাংলাদেশ

....
তারিখ আবেদনকারীর স্বাক্ষর

সুপারিশ : (কার্যনির্বাহী/এডহক কমিটির ০২ জন সদস্যের)

১। ....
....

২। ....
....

(কার্যনির্বাহী/এডহক কমিটির .... তারিখের সভায় অনুমোদনক্রমে সাধারণ সদস্য/জীবন সদস্য পদ প্রদান করা হলো।)

....
সাধারণ সম্পাদক/
সদস্য-সচিবের স্বাক্ষর
তারিখ :

সভাপতির স্বাক্ষর
তারিখ :

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদের অনুমোদনক্রমে

লিয়াকত আলী লাকী
মহাপরিচালক

সৃজনশীল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা-১০০০।

www.shilpakala.gov.bd